মাওলানা আবু উবাইদা হাফিজাহুল্লাহ

নির্ভরযোগ্য হাদিসে বর্ণিত

সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির

মাওলানা আবু উবাইদা হাফিজাহুল্লাহ

সূচীপত্র

দুটিকথা

আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল আমাদের ঈমান ও নেক আমল। আর সবচেয়ে বড় দুশমন হল শয়তান। শয়তান প্রতি মুহূর্তে তার সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করছে, কীভাবে আমাদেরকে ঈমানহারা করতে পারে, কীভাবে নেক আমল থেকে দূরে রাখতে পারে, কীভাবে আমাদের জান-মালের ক্ষতি করতে পারে। তার হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায়। তা হল, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আশ্রয়।

কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দোয়া ও যিকিরসমূহের মাধ্যমে আমরা সেই আশ্রয় লাভ করতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা পেতে পারি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা।

দোয়া ও যিকিরের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'হিসনুল মুসলিম' থেকে ফরয নামায পরবর্তী দশটি যিকির, সকাল-সন্ধ্যার তেইশটি যিকির এবং সব সময় পড়া যায় এমন বারটি যিকির কোনরূপ পরিবর্তন করা ছাড়া এখানে সংকলন করা হয়েছে। তবে সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলোর মধ্যে একবার পড়তে হয়, এমন যিকিরগুলোকে সবার আগে আনা হয়েছে। এরপর ধারাবাহিক ভাবে তিনবার, চারবার, সাতবার ও দশবারের যিকিরগুলোকে আনা হয়েছে। একশবার পড়তে হয়, এমন যিকিরগুলোকে একদম শেষ রাখা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সবগুলো যিকির করা এবং মুখস্থ রাখা যেন সবার জন্য সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নিয়মিত এ যিকিরগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমীন

الأذكار بعد الصلوات المكتوبة

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর

এক :

أَسْتَغْفِرُاللَّهَ، أَسْتَغْفِرُاللَّهَ، أَسْتَغْفِرُاللَّهَ

-সহী মুসলিম : ৫৯১

দুই :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

-সহী মুসলিম : ৫৯১

তিন : (তিনবার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

-সহী বুখারী : ৬৪৭৩

চার :

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

-সহী বুখারী : ৮৪৪; সহী মুসলিম : ১২২৫

পাঁচ :

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ.

-সহী মুসলিম : ১২৩০

ছয় : আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَمْنَعْه مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أنْ يَمُوْتَ.

কেউ প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পড়লে তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোনও বাধা থাকে না। নাসায়ী, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ : ১০০

সাত : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (একবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

Ñসুনানে আবূ দাউদ : ১৫২৩; জামে তিরমিযী : ২৯০৩

আট : سُبْحَانَ اللَّهِ (৩৩ বার) الْحَمْدُ لِلَّهِ (৩৩ বার) اللَّهُ أَكْبَرُ (৩৩ বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(একবার)

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর এই আমলটি করবে তার সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।-সহী মুসলিম : ৫৯৭

নয় : (ফজর ও মাগরিব বাদ দশ বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

-জামে তিরমিযী : ৩৪৭৪; মুসনাদে আহমদ : ১৭৯৯০

দশ : (ফজরের সালাম ফিরানোর পর একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

-সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯২৫; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ১০২

*****

أذكارالصباح والمساء

সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির

ফযিলত : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ، مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ، مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً.

ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু লোকের সাথে বসে আল্লাহর যিকির করা আমার কাছে হযরত ইসমাইল আ.র বংশের চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। -সুনানে আবূ দাউদ : ৩৬৬৭

এক : আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِه ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـئُوْدُه حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ أُجِيْرَ مِنَ الْجِنِّ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَها حِيْنَ يُمْسِيْ أُجِيْرَ مِنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ.

কেউ সকাল বেলা আয়াতুল কুরসি পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। সন্ধ্যাবেলা পড়লে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। Ñমুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫৬২

দুই : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۚ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۚ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۚ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۚ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها ثَلَاثَ مَرَاتٍ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي كَفَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

কেউ সকাল-সন্ধ্যা তিন তিন বার এ তিনটি সূরা পড়লে এ সুরাগুলো তার জন্য সবকিছুর অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হবে। Ñসুনানে আবূ দাউদ : ৫০৮২

তিন : (একবার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

-মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫৪৫

চার : (সকালে একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

-ইবনুস-সুন্নী : ৫৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯২৫

পাঁচ : সাইয়িদুল ইস্তিগফার (একবার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَكَذَالِكَ إِذَا أَصْبَحَ.

কেউ পূর্ণ একিনের সাথে সন্ধ্যায় এটি পড়লে ওই রাতে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সকালে পড়লে ওই দিন মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সহীহ বুখারী : ৬৩০৬

ছয় : (একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

-সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৭১

সাত : (একবার)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

-জামে তিরমিযী : ৩৩৯২; সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৬৭

আট : (সকালে পড়বে)

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْر.

-বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ : ১১৯৯; জামে তিরমিযী : ৩৩৯১

নয় : (সকালে পড়বে)

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

اللَّهُمَّ مَا أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَها حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

কেউ সকালে এ দোয়া পড়লে সে যেন সারাদিনের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। সন্ধ্যায় পড়লে যেন সারা রাতের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৭৫; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৭

দশ : (সকালে পড়বে)

أَصْبَحْنا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِين.

-মুসনাদে আহমদ : ১৫৩৬০; ইবনুস সুন্নী : ৩৪

এগার : (সকালে পড়বে)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَه اللَّيْلَةِ فَتْحَها، وَنَصْرَها، وَنورَها، وَبَرَكَتَها، وَهُدَاها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا بَعْدَها.

-সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৮৪

বার : (সকালে পড়বে)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

(সন্ধ্যায় পড়বে)

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذه اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذه اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَها، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

-সহী মুসলিম : ২৭২৩

তের : (তিনবার)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها ثَلَاثًا إِذَا أَصْبَحَ، وَثَلَاثًا إِذَا أَمْسَى لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ.

কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়া পড়লে কোনও কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।Ñসুনানে আবূ দাউদ : ৫০৮৮; জামে তিরমিযী : ৩৩৮৮; মুসনাদে আহমদ : ৪৪৬

চৌদ্দ : (তিনবার)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها ثَلَاثًا حِيْنَ يُصْبِحُ، وثَلَاثًا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়া পড়লে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন।Ñমুসনাদে আহমদ : ১৮৯৬৭; সুনানে আবূ দাউদ : ১৫৩১; জামে তিরমিযী : ৩৩৮৯

পনের : (তিনবার)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

-সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৯২; মুসনাদে আহমদ : ২০৪০৩; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ২২

ষোল : (সকালে তিনবার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

-সহী মুসলিম : ২৭২৬

সতের : (সন্ধ্যায় তিনবার)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

কেউ সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়াটি পড়লে ওই রাতে কোনো কিছুর বিষ তার কোনও ক্ষতি করবে না। -মুসনাদে আহমদ : ৭৮৯৮ নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৫৯০

আঠার : (সকালে চারবার পড়বে)

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

(সন্ধ্যায় চারবার পড়বে)

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ، أَو يُمْسِيْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

কেউ এই দোয়াটি সকালে চারবার বা সন্ধ্যায় চারবার পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। -সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৭১

উনিশ : (সাতবার)

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَها حِيْنَ يُصْبِحُ، وحِيْنَ يُمْسِيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

কেউ সকালে সাত বার এবং সন্ধ্যায় সাত বার এ দোয়া পড়লে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।Ñইবনুস সুন্নী : ৭১; সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৮

বিশ : (দশবার)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وحِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কেউ সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার আমার ওপর দরুদ পাঠ করলেন কেয়ামতের দিন সে আমার সাফাআত পাবে।Ñমাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/১২০; সহীহুত তারগীব : ১/২৭৩

একুশ : (১০০বার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

-সহী মুসলিম : ২৬৯২

বাইশ : (১০০বার বা ১০বার, অলসতা লাগলে মাত্র একবার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

কেউ দিনের বেলা একশ বার এ দোয়াটি পড়লে দশটি দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। তার নামে একশটি সওয়াব লেখা হবে। একশটি গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (কেয়ামতের দিন) তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না। যদি না কেউ এ দোআটি তার চে বেশি পড়ে।Ñসহী বুখারী : ৩২৯৩; সহী মুসলিম : ২৬৯১

তেইশ : (১০০ বার)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

-সহী বুখারী : ৬৩০৭; সহী মুসলিম : ২৭০২

*****

সহজ বারটি যিকির

যা সব সময়ই পড়া যায়

এক :

سُبْحَانَ اللّٰهِ

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أو يُحَطُّ عنهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ.

তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকি অর্জন করতে পারবে? উপস্থিত একজন বললেন, প্রতিদিন এক হাজার নেকি কীভাবে অর্জন করবো? উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি (প্রতিদিন) ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ বলবে তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। -সহী মুসলিম : ২৬৯৮

দুই :

اَلْحَمْدُ لله

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَلْحَمْدُ لله تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ.

'আলহামদুলল্লািহ' নেকির পাল্লা (সওয়াব দিয়ে) ভরে ফেলে। -সহী মুসলমি : ২২৩

তিন :

لا إلَه إلَّا اللّٰهُ

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ للهِ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إلَهَ إلَّا اللهُ.

সর্বোত্তম দোয়া হল الْحَمْدُ لِلّٰه এবং সর্বোত্তম যিকির হল لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ ।Ñজামে তিরমিযী : ৩৩৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮০০; মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫০৩

চার :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

কেউ দৈনিক ১০০ বার سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ বললে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। -সহী বুখারী : ৬৪০৫; সহী মুসলিম : ২৬৯

পাঁচ :

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِحَمْدِهِ

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ.

কেউ একবার سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ বললে (এর বিনিময়ে) জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়। -জামে তিরমিযী : ৩৪৬৪; মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫০১

ছয় :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ.

এমন দুটি বাক্য আছে, যা বলতে সহজ তবে মীযানের পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তা হচ্ছে, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -সহী বুখারী : ৬৪০৪; সহী মুসলিম : ২৬৯৪

সাত :

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

আমার কাছে সারা দুনিয়া অপেক্ষা এ বাক্যগুলো বলা অধিক পছন্দনীয়।-সহী মুসলিম : ২৬৯৫

আট :

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

-মুসনাদে আহমদ : ৫১৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১/২৯৭

নয় :

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

ফযিলত : হযরত আব্দুল্লাহ বিন কায়েস রাযি. বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন,

أَلَا أدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رسولَ الله قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بالله.

আমি কি তোমাকে জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব? আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তুমি বল,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

-সহী বুখারী : ৪২০৬; সহী মুসলিম : ২৭০৪

দশ :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

কেউ দিনের বেলা একশ বার এ দোয়াটি পড়লে দশটি দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। তার নামে একশটি সওয়াব লেখা হবে। একশটি গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (কেয়ামতের দিন) তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না। যদি না কেউ এ দোআটি তার চে বেশি পড়ে।-সহী বুখারী : ৩২৯৩; সহী মুসলিম : ২৬৯১

এগার :

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরুদ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। -সহী মুসলিম : ৩৮৪

বার :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ.

-সুনানে আবূ দাউদ : ১৫১৭; জামে তিরমিযী : ৩৫৭৭; মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫১১

*****

আসমাউল হুসনা-আল্লাহর নিরানব্বই নাম

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لِلَّهِ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ اسْمًا، مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ.

আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওই নামগুলোকে মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। -সহী বুখারী : ৬৪১০; সহী মুসলিম : ২৬৭৭

জামে তিরমিযীতে নামগুলো এভাবে এসেছে,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ.

-জামে তিরমিযী : ৩৫০৭

*****

যিকিরের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অকৃতজ্ঞ হয়ো না। সূরা বাকারা : ১৫২

আয়াত থেকে শিক্ষা

বান্দা যখনই আল্লাহর যিকির করে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগের বিষয় আর কী হতে পারে?

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا .

যেসব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে তাদের জন্য তিনি ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। সূরা আহযাব : ৩৫

আয়াত থেকে শিক্ষা

আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার লাভের একটি উপায় হল অধিক পরিমাণে যিকির করা।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

তারা যা বলে আপনি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। সূরা কাফ : ৩৯

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

(আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ) রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করে। সূরা যারিয়াত : ১৮

আয়াত থেকে শিক্ষা

সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তাসবীহের বাক্যগুলো বেশি পড়া চাই এবং শেষ রাতে ইস্তিগফারের বাক্যগুলো বেশি পড়া চাই।

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

এরপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও তখন আল্লাহর যিকির করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। সূরা বাকারা : ২৩৯

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰىكُمْ.

তোমরা আল্লাহর যিকির করো তিনি যেভাবে তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সূরা বাকারা : ১৯৮

আয়াত থেকে শিক্ষা

আল্লাহর যিকির আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পদ্ধতিতেই করতে হবে। নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে করলে হবে না।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আপনি আপনার রবকে স্মরণ করুন মনে মনে, অনুনয় বিনয় ও ভীতিসহকারে, অনুচ্চস্বরে, সকাল-সন্ধ্যায়। আপনি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সূরা আরাফ : ২০৫

আয়াত থেকে শিক্ষা

যিকির করার সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে এবং যিকির করা হবে মনে মনে অথবা অনুচ্চস্বরে। উচ্চস্বরে বা চিৎকার করে যিকির করা যাবে না। এটি যিকিরের শরীয়তসম্মত পদ্ধতি নয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে করে না তাদের একজন যেন জীবিত আর অপরজন মৃত। সহী বুখারী, হাদিস : ৬৪০৭; সহী মুসলিম, হাদিস : ৭৭৯

হাদিস থেকে শিক্ষা

আল্লাহর যিকির দেহের জন্য রুহের মতো। বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর যিকির করে ততক্ষণ যেন সে জীবিত আর যতক্ষণ যিকির থেকে গাফেল থাকে ততক্ষণ যেন মৃত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর রাযি. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে) আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের (নফল) হুকুম-আহকাম তো অনেক। (তার মধ্য থেকে) আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা জিহবা যেন সারাক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সজীব থাকে। জামে' তিরমিযী, হাদিস : ৩৩৭৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي.

আল্লাহ তা আলা'বলেন : আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেরূপ ধারণা করে আমি তার সাথে তদ্রূপ আচরণ করি। যখনই সে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি। সহী বুখারী, হাদিস : ৬৪০৭; সহী মুসলিম, হাদিস : ৭৭৯

হাদিস থেকে শিক্ষা

সব সময় মুখে কোনো না কোনো যিকির করতে থাকা বিরাট মর্যাদা পূর্ণ একটি আমল। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

যে সব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।- সূরা আহযাব : ৩৫

'অধিক পরিমাণে যিকির করে' বলে উদ্দেশ্য, তারা প্রত্যেক নামাযের পর, সকালে, সন্ধ্যায়, যখন ঘুমোতে যায়, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, যখন ঘর থেকে বের হয় এবং যখন ঘরে ফিরে আসে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করে। আল আযকার-নববী : ১০

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ফেরেশতারা যখন আপনার নাম যিকিরকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন তখন আপনি যদি তাঁদের কলমের আওয়াজ শুনতে পেতেন তাহলে যিকিরের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে মারাই যেতেন।

তিনি আরও বলেন, রাস্তা ঘাটে, ঘরে, সফরে, মাঠে ময়দানে তথা সর্বত্র আল্লাহর যিকির করার দ্বারা কেয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সাক্ষ্য দানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, (যেখানে যেখানে যিকির করা হয়েছে ওসব) মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, পাহাড়-পর্বত ও জমি সবই কেয়ামতের দিন যিকিরকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আল ওয়াবিলুস সাইয়িব : ৮১

শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু বলেন, 'সত্যিকার প্রসিদ্ধি' (যা আপনার জন্য উপকারী হবে) তা ওটাই যা আসমানে হয়। আর এর অন্যতম উপায় হল, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে কোনো মজলিসে স্মরণ করলে তার মজলিস অপেক্ষা উত্তম মজলিসে আমি তাকে স্মরণ করি।

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আপনার অধিক পরিমাণে যিকিরকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিন। আমীন